দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ০৪ MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

নওগাঁয় অজানা রোগ আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা স্কুল ছেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নওগাঁ, ৫ মে ॥ নওগাঁর সাপাহার উপজেলার ওড়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকের শরীরে এক অজানা রোগ ছড়িয়ে পড়ায় বিদ্যালয়টি এখন শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়েছে। সকল শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে এক অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। মঙ্গলবার সরেজমিনে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, মাত্র ১০/১২ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত রয়েছে। বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, স্থানীয় লোকজন ও তিলনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান কল্লোল জানান, প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতে ওই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী রাতে তাদের বিশেষ পাঠদান ক্লাসে বিদ্যালয়ে আসে। রাত অনুমান ৯টার দিকে হঠাৎ করে দু'একজনের শরীরের বিভিন্ন স্থান ও হাত-পায়ের তালুতে মসুর ডালের দানার মতো কালো ও লালচে দাগ দেখা দেয়। সেই সঙ্গে মৃদু চুলকানী শুরু হয়। মুহূর্তে বিদ্যালয়ে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর মাঝে এ রোগ ছড়িয়ে পড়লে রাতেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক রুহুল আমিন ছাত্র-ছাত্রীদের উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বিদায় করে দেন। তবে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী মীম ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাতুনকে হাসপাতালে ভর্তি করে রাখেন। এ বিষয়ে হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার দেওয়ান মাশরুল হোসেন জানান, প্রথমে রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসকরা আর্সেনিক মনে করেছিলেন। কিন্তু আসলে এটি আর্সেনিক রোগ নয়। রাতে বাতাসের সংস্পর্শে ছোঁয়াচে কোন রোগের জীবাণু দু'একজনের শরীরে ছড়ালে এটি সকলের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভয়ের কোন কারণ নেই এবং ওষুধে ভাল হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। এদিকে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা এটিকে আর্সেনিকের মত বড় কোন রোগ অথবা দৈবাৎ কোন বিষয় মনে করে তাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।

মংলায় মোবাইল প্রেমের শিকার কিশোরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মংলা, ৫ মে ॥ একে অপরের চেনা জানা হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এরপর হয় প্রেম। দারিদ্র্যতার সুযোগে দেয়া হয় চাকরির প্রলোভন। প্রেমিকের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তাকে হতে হয়েছে ধর্ষিতা। তুলি সরকার (ছদ্মনাম) নামে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে মংলা থানা পুলিশ। সোমবার দুপুরে মংলার আবহাওয়া অফিসের কাছে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন- বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার ভরসাপুর এলাকার মোঃ শহিদ শেখের পুত্র মোঃ ফয়সাল (২১) এবং একই উপজেলার তুলশিরাবাদ এলাকার মৃত মজিদের পুত্র আঃ রহিম (২৪)। মঙ্গলবার তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, তিন মাস আগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচয় হয় রামপালের তুলি সরকার ও একই এলাকার ফয়সালের সঙ্গে। এ সময় তুলি তার সঠিক পরিচয় প্রকাশ করলেও পরিচয় গোপন রাখে সুচতুর ফয়সাল। এরমধ্যে ফোনে কথা হলেও দেখা হয়নি তাদের। তাই প্রথম দেখা হবে সঙ্গে মিলবে চাকরিও।